প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পিতৃগৃহ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের
আবাসস্থলে সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তি

কাচারি ভবন পরিচিতি

সংকলক

মো: আমিরুজ্জামান

প্রকাশকাল
১০ জুন, ২০২০

প্রকাশক
মহাপরিচালক
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

সংকলক
মোঃ আমিরুজ্জামান

কম্পোজিশন
মোঃ মহিদুল ইসলাম

প্রচ্ছদ, মানচিত্র ও অঙ্গবিন্যাস
মোঃ শাহীন আলম

আলোকচিত্র
ফিরোজ আহমেদ (সংস্কার-সংরক্ষণ পরবর্তী আলোকচিত্র)
তৌহিদুন নবী (সংস্কার-সংরক্ষণ পূর্ববর্তী আলোকচিত্র)
সাদাকালো আলোকচিত্র সংগৃহীত।

ISBN: 978-984-35-0204-9

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
মিসেস শাহানা ইয়াসমীন শম্পা
মাননীয় সদস্য
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি।

ভূমিকা :

বাঙালি জাতীয়তাবাদকে জাতি সত্তায় রূপান্তরিত করে জাতি রাষ্ট্র বাংলাদেশ নির্মাণ করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালির ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তিনি বাঙালিকে দিয়েছেন হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত সার্বভৌম ভূখণ্ড, মানচিত্র, সংবিধান ও লাল-সবুজের পতাকা।
মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ (তৎকালীন ফরিদপুর জেলা) জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ লুৎফর রহমানের ঔরসে এবং মাতা সায়রা খাতুনের গর্ভে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন।

মধুমতী নদীর তীর ঘেঁষে টুঙ্গিপাড়া গ্রামে তৎকালে গড়ে ওঠা জনবসতির মধ্যে শেখ বংশের খ্যাতি ছিল চারিদিকে। টুঙ্গিপাড়ার ভূমিপুত্র শেখ মুজিবুর রহমান আর্বিভূত হন বাঙালি জাতির মানবতা ও মুক্তির আলোকবর্তিকা রূপে। তিনিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মভূমির পৈতৃক ভিটায় পুরাকীর্তি হিসেবে কালের স্বাক্ষী রূপে টিকে রয়েছে কয়েকটি ইমারত। পৈতৃক ভিটায় ধ্বংসাবশেষ হিসেবে টিকে থাকা ইমারতের মধ্যে কাচারি ভবনটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষিত রয়েছে। ভবনের দেয়ালে পোড়ামাটির ইটের ও চুনসুরকীর গাঁথুনীসহ পলেস্তারার উপর চুনকামের নমুনা বিদ্যমান। ভবনটির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জড়িত রয়েছে। জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ এবং জাতির পিতার স্মৃতি নিদর্শন হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের আবাসস্থল প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়।
পুরাকীর্তিটির নির্মাণ উপকরণ ও বৈশিষ্ট এবং ঐতিহাসিক সূত্র পর্যালোচনা করে মোগল আমলের শেষের দিকে নির্মিত ইমারত বলে ধারণা করা যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে জানা যায় *'তাঁর পূর্বপুরুষ শেখ বোরহান উদ্দিন তৎকালীন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া অঞ্চলে শেখ বংশের গোড়াপত্তন মোগল আমলে করেছিলেন।'*

অবস্থান :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর পৈতৃক ভিটা গোপালগঞ্জ জেলাধীন টুঙ্গিপাড়া উপজেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে অবস্থিত। পৈতৃক ভিটাটির ভৌগোলিক অবস্থান হল ২২°৫৪'২২.৪৭" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯°৫৩'৪৬.৭৪" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।

৮৯° ৫৩'৪০"পূ.
৮৯° ৫৩'৫০"পূ.
৮৯° ৫৪'০" পূ.
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর
পূর্বপুরুষদের আবাসস্থলের অবস্থান
২২° ৫৪'৪০" উ.
২২° ৫৪'৩০" উ.
২২° ৫৪'২০" উ.
২২° ৫৪'১০" উ.
বাঘিয়ার
জাতির পিতার সমাধিসৌধ
পাটগাতি-টুঙ্গিপাড়া সড়ক
N
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর পূর্বপুরুষদের
আবাসস্থলে সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তি কাচারি ভবন
০ ৫৫ ১১০ ২২০
৮৯° ৫৩'৪০"পূ.
৮৯° ৫৩'৫০"পূ.
৮৯° ৫৪'০" পূ.
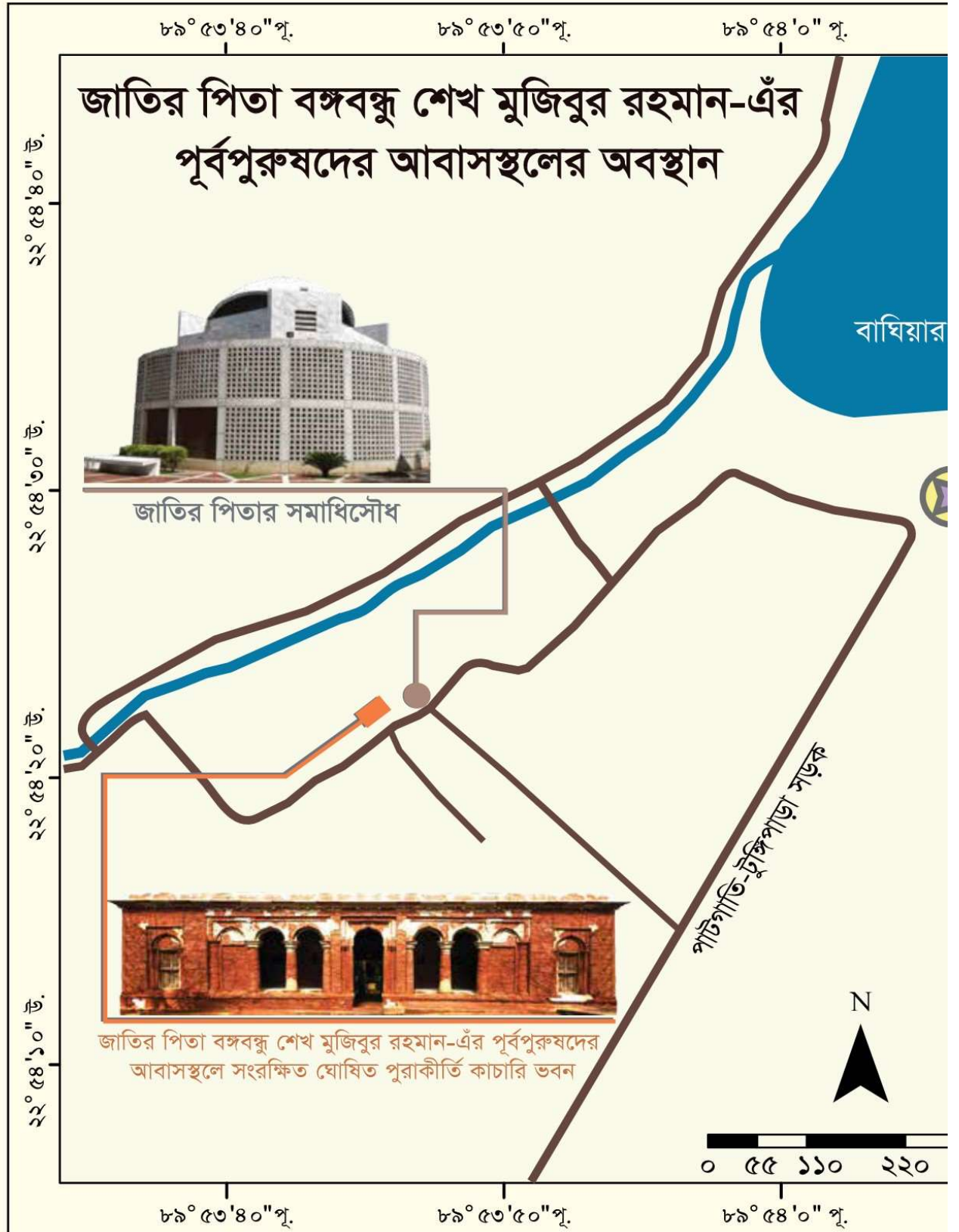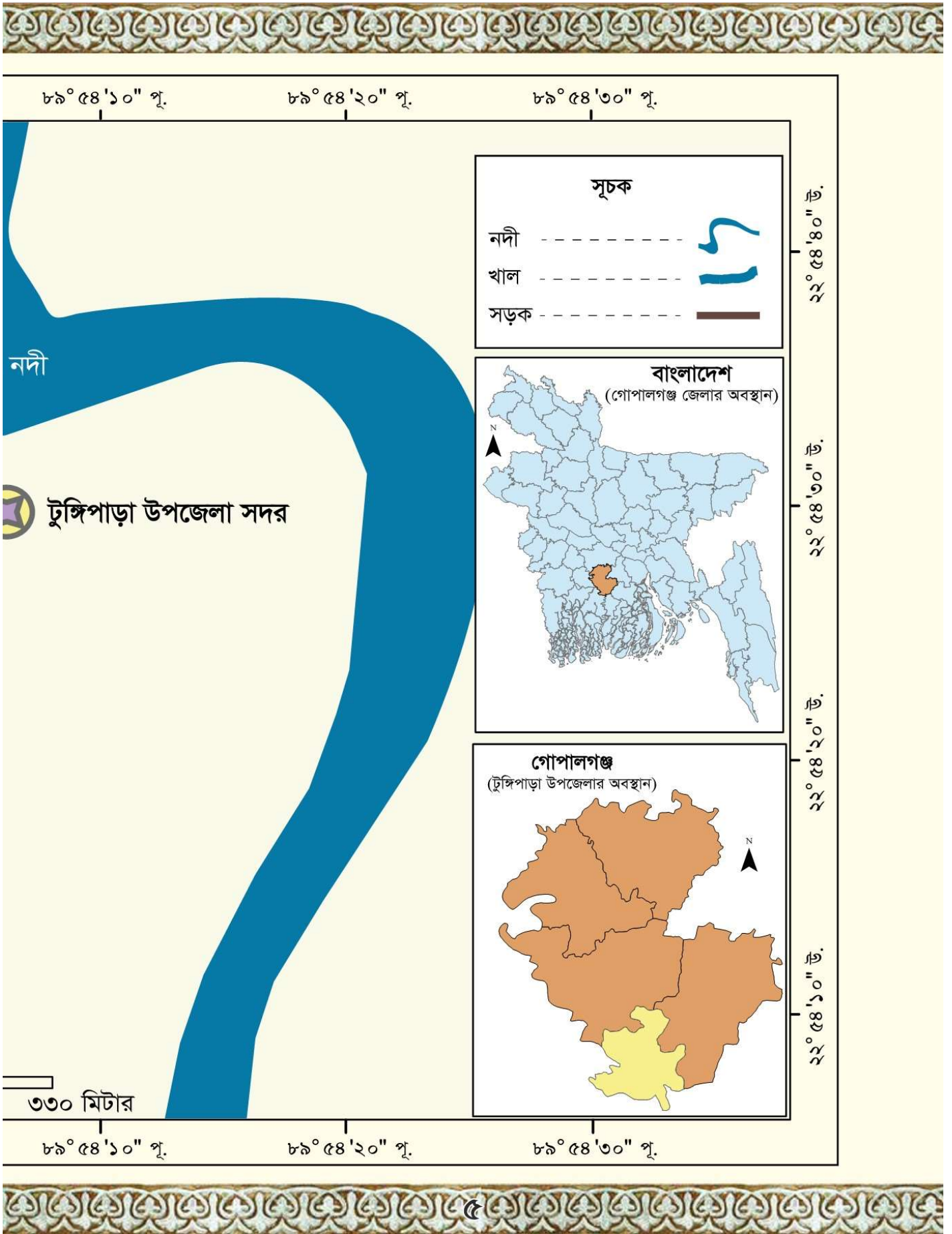
বাবা ও মায়ের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। (আলোকচিত্র: সংগৃহীত)

জাতির পিতার অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে বাড়িটি সম্পর্কিত তথ্যাবলি :

'...............আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বোরহান উদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। শেখ বংশের যে একদিন সুদিন ছিল তার প্রমাণস্বরূপ মোগল আমলের ছোট ছোট ইটের দ্বারা তৈরি চকমিলান দালানগুলি আজও আমাদের বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি করে আছে। বাড়ির চার ভিটায় চারটা দালান। বাড়ির ভিতরে প্রবেশের একটা মাত্র দরজা, যা আমরাও ছোট সময় দেখেছি বিরাট একটা কাঠের কপাট দিয়ে বন্ধ করা যেত। একটা দালানে আমার এক দাদা থাকতেন। এক দালানে আমার এক মামা আজও কোনো মতে দিন কাটাচ্ছে। আর একটা দালান ভেঙ্গে পড়েছে। যেখানে বিষাক্ত সর্পকুল দয়া করে আশ্রয় নিয়েছে। এই বংশের অনেকেই এখন এ বাড়ির চারপাশে টিনের ঘরে বাস করেন। আমি এই টিনের ঘরের এক ঘরেই জন্মগ্রহণ করি। ....আমাদের বাড়ির দালানগুলির বয়স দুইশত বৎসরেরও বেশি হবে।' (সূত্র: অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ৩)

বাবা-মা ও স্ত্রীর সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। (আলোকচিত্রঃ সংগৃহীত)

পরিবার-পরিজন, ভাই-বোন ও আত্মীয় স্বজনের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। (আলোকচিত্রঃ সংগৃহীত)

সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। (আলোকচিত্র: সংগৃহীত)

২৩ মার্চ ১৯৭১, জনতার অভিনন্দনের জবাবে হাত নাড়ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডি ৩২ নং বাড়ির বারান্দা থেকে। পেছনে কন্যা শেখ হাসিনা। (আলোকচিত্র: সংগৃহীত)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রণীত *'শেখ মুজিব আমার পিতা'* গ্রন্থ থেকে বাড়িটি সম্পর্কিত তথ্যাবলি :

'প্রায় দু'শ বছর পূর্বে মধুমতী নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ধীরে ধীরে নদীটি দূরে সরে যায়। চর জেগে ওঠে গড়ে ওঠে আরও অনেক গ্রাম। সেই দু'শ বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েই আমাদের পূর্ব-পুরুষরা এসে এই নদী-বিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমা-মণ্ডিত ছোট্ট গ্রামটিতে তাদের বসতি গড়ে তোলেন। এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। অনাবাদী জমিজমা চাষবাস শুরু করেন এবং গ্রামের বসবাসকারী কৃষকদের নিয়ে একটা আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবেই এই গ্রামটিকে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রামরূপে গড়ে তোলেন। যাতায়াত ব্যবস্থা প্রথমে শুধু নৌকাই ছিল একমাত্র ভরসা। পরে গোপালগঞ্জ থানা স্টিমার ঘাট হিসেবে গড়ে ওঠে। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জমি-জমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালান বাড়ি তৈরি করেন। যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালে যে দুটো দালানে বসতি ছিল পাকিস্তানি হানাদার আগুন দিয়ে সে দুটোই জ্বালিয়ে দেয়। এই দালান কোঠায় বসবাস শুরু হবার পর ধীরে ধীরে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে আর আশে পাশে বসতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এই দালানেরই উত্তর পূবকোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আবদুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এই বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন। আর এখানেই জন্ম নেন আমার আব্বা, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ।' (সূত্র: শেখ মুজিব আমার পিতা, পৃ. ২৫)

সংরক্ষিত ঘোষণা :

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানা-এঁর সদয় সম্মতিতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সবিম/শা:৬/প্রত্ন:অধি-০৬/০৯/৬১, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখের প্রজ্ঞাপন ও ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট, পৃষ্ঠা ১২৩ মূলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থলটিকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ গেজেট, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১০ ১২৩

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ মাঘ ১৪১৬/ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০

নং সবিম/শাঃ-৬/প্রত্নঃঅধি-০৬/০৯/৬১—গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়াস্থ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থল সংরক্ষিত পুরাকীর্তি আইন, ১৯৬৮ (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সরকার উক্ত আবাসস্থল সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে ১৯৬৮ইং সালের (১৯৭৬ইং সালে সংশোধিত) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ বলিয়া ঘোষণা করা হইল ঃ

ক্রমিক নং	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ		জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	মন্তব্য
		মৌজা ও খতিয়ান নং	দাগ নং				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থল। টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।	মৌজা টুঙ্গিপাড়া খতিয়ান নং-৩১৮	এস-এ-৫৩৩	৩১৮ নম্বর দাগে ১.২০ একর জমির মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব অংশে অবস্থিত প্রাচীন ইমারতসহ ০.০৪ একর :	উত্তর দাগ নং ৩১৭ দক্ষিণ দাগ নং ৩২৭ দক্ষিণ দাগ নং ৩২০ পূর্ব দাগ নং ৩১২ পশ্চিম দাগ নং ২৯১	জিন্নাতুন নেছা মুনসুরুল হক সেরনিয়াবাত শেখ খবির উদ্দিন গং শেখ ইয়াহিয়া গং শেখ সাইফুল গং শেখ রিয়াজুল হক গং শেখ হাসিনা গং	৩১৮ নং দাগের দক্ষিণ পূর্ব অংশে একটি প্রাচীণ ইমারতসহ ০.০৪ একর ভূমি সংরক্ষণযোগ্য যাহার মালিক শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল হান্নান
সহকারী সচিব।

স্থাপত্যিক গঠন :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থলে অবস্থিত কাচারি ভবনটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা এবং পূর্বদুয়ারী। ভবনটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৯.৮৭ মিটার এবং প্রস্থে ৩.৮১ মিটার। ভবনের প্রতিটি দেয়াল ০.৬১ মিটার প্রশস্ত। ইমারতের মধ্যস্থানে একটি প্যাসেজ বিদ্যমান। এই প্যাসেজ দিয়ে বাড়ির ভিতর আঙ্গিনায় প্রবেশ এবং বের হওয়া যেত। ইমারতের উভয় অংশে উঠার জন্য ভূমিতল হতে ভিত্তিমূল (plinth level) পর্যন্ত দু'ধারে চার ধাপের সিঁড়ি রয়েছে। এর অভ্যন্তর ভাগের দেয়ালের উভয় পাশে দুইটি করে মোট আটটি জোড়ায় ষোলটি কুলংগি (pair niche) ও একটি করে মোট দুইটি একক কুলংগি (single niche) রয়েছে। ইমারতটির ছাদ কড়ি বর্গার উপরে নির্মিত। পুরাকীর্তিটির অবস্থান ও গঠনশৈলী দেখে ধারনা কর যায় যে, স্থাপনাটি বঙ্গবন্ধুর পূর্ব পুরুষগণ কাচারি বা বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করতেন।

সংস্কার- সংরক্ষণ:

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী 'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের আবাসস্থলের প্রাচীন ভবনটির পদ্ধতিগত সংস্কার ও সংরক্ষণ (conservation) কাজ সম্পাদিত হয়। পদ্ধতিগত সংস্কার ও সংরক্ষণ কার্যক্রমটি 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'-এর সহযোগিতায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তি কাচারি ভবন সংস্কার পূর্ববর্তী চিত্র। (আলোকচিত্র: বেবী মওদুদ)

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তি কাচারি ভবন সংস্কার পরবর্তী চিত্র। (আলোকচিত্র: ফিরোজ আহমেদ)

কাচারি ভবনের পার্শ্ববর্তী ভবনের সংস্কার পরবর্তী চিত্র। (আলোকচিত্র: ফিরোজ আহমেদ)

সংস্কার পূর্ববর্তী কাচারি ভবনের পিছনের দৃশ্য। (আলোকচিত্র: তৌহিদুন নবী)

সংস্কার পরবর্তী কাচারি ভবনের পিছনের দৃশ্য। (আলোকচিত্র: ফিরোজ আহমেদ)

সংস্কার পূর্ববর্তী কাচারি ভবনের অভ্যন্তরের দৃশ্য।
(আলোকচিত্র: তৌহিদুন নবী)

সংস্কার পরবর্তী কাচারি ভবনের অভ্যন্তরের দৃশ্য।
(আলোকচিত্র: ফিরোজ আহমেদ)

সংস্কার পরবর্তী কাচারি ভবনের সামনের দৃশ্য।
(আলোকচিত্র: ফিরোজ আহমেদ)

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭
Web: www.archaeology.gov.bd
Email: director_general@archaeology.gov.bd